গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত "টাস্কফোর্স"এর ৪৫তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ	জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	ঃ	২৬ নভেম্বর, ২০১৫, সকাল-১১.০০ ঘটিকা
স্থান	ঃ	বিএডিসি সেচ ভবনের সম্মেলন কক্ষ
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	ঃ	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-সচিব (আইন) জনাব মোঃ হানিফ উদ্দীন বিগত সভার কার্যবিবরণী ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১ ঃ গত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ঃ পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় সংশোধনী না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ ঃ

ক্র	আলোচনা ও বিগত সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	**(ক) সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের জমি সংক্রান্ত সিভিল রিভিশন-৩১৪/০৫ (সিপি-৪৬/১০ হতে উদ্ভূত)।** সোবহানবাগ হর্টিঃ সেন্টারের ১৩.২১ একর জমির মধ্যে ৩.৫১ একর জমি নিয়ে এ মামলা। সংশ্লিষ্ট ডিডি জানান যে, সিভিল রিভিশন-৩১৪/০৫ নং মোকদ্দমা ২৯নং কোর্টে বিচারাধীন থাকা অবস্থায় কোর্ট ভেঙ্গে যাওয়ায় তা লিষ্টভূক্ত নেই। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান যে, বিজ্ঞ এর্টনী জেনারেলের সাথে যোগাযোগ করে কোর্ট নির্ধারণ করা ও আগাম শুনানীর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। **(খ) বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১১/০৮ নং মামলা (মামলা নং-২২/৯০ হতে) ঃ** ডিডি হর্টিকালচার জানান যে, জমির জাল দলিল করায় দুদক এ মামলা দায়ের করে, মামলার সিডি না পাওয়ায় ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। তিনি আরো জানান, স্বাক্ষী/তদন্তকারী কর্মকর্তা ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই চলমান মামলা সঠিকভাবে চালানো সম্ভব হবে না। বিজ্ঞ আদালতে পিপি'র সাথে আলোচনা করে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। সভাপতি জানান যে, জাল দলিল বাতিলের মামলা দায়ের না করা হলে তা করা এবং সিডি রিকনস্ট্রাকশন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ডিডি জানান যে, স্বাক্ষী পাওয়া দুষ্কর হবে। **(গ) সিভিল আপীল রিভিউ পিটিশন নং-১৬/১৫ ।** ডিডি হর্টিকালচার জানান যে, সিভিল আপীল রিভিউ পিটিশন নং-১৬/১৫ প্রতিপক্ষ দায়ের করেছেন। **(ঘ) যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালতে ১৭৩/০৯ ঃ** যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালতে ১৭৩/০৯ নং মোকদ্দমায় মালিকানা ও নিষেধাজ্ঞার স্বাক্ষ্য চলমান আছে। বাদী পক্ষের স্বাক্ষীর তারিখ-১৪/০৩/১৬।	(ক) কোর্ট নির্ধারণের পর মামলার আগাম শুনানীর ব্যবস্থা নিতে হবে। (খ) ১১/০৮ মামলার বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে।	ডিডি, সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টার ডিডি, হর্টিকালচার সেন্টার, সোবহানবাগ ও এডিডি (লিসাসা) ডিএই
২.২	**রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টার সম্পর্কিত দেঃ মোকঃ -১০৯৫/১২ ঃ** (ক) রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টার সম্পর্কিত যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, ঢাকায় বিচারাধীন দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-১০৯৫/১২ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ডিডি জানান মামলার জবাব দেয়া হয়েছে, যার পরবর্তী ইস্যু গঠনের তারিখ-০৩/০২/১৬। **(খ) সাভার কোর্টের-৩৩৬/০৭ মোকদ্দমা ঃ** সাভার কোর্টের-৩৩৬/০৭ মোকদ্দমাটি পরিবর্তিত সহকারী জজ দোহার আদালতের নং- ১২৯/১৪। পরবর্তী শুনানীর তারিখ-০৪/০১/২০১৬।	জনাব হাবিবুর রহমান এজিপি এর সাথে কথা বলতে হবে। ফোন-০১৭১১১৭৬৩০৯।	হর্টিঃ সেন্টার/ ডিডি (লিসাসা), ডিএই
২.৩	**(ক) বগুড়া কৃষি অফিসের জমির সিভিল আপীল মো নং-৮৮/১১ ও ৮৯/১১।** বগুড়াস্থ সূত্রাপুর মৌজার ০৩টি দাগে ০.৬২ একর জমি ১৯৫৭ সালে অধিগ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ০১টি দাগে ৩৫ শতক জমিতে সদর উপজেলা কৃষি অফিস অবস্থিত। ওয়ারিশগণ হতে ক্রয়সুত্রে মালিকানার দাবিতে জনৈক আলমগীর মামলা দায়ের করেন। অপর ০২টি দাগের ক্ষতিপুরণ ও নোটিশ না পাওয়ার কারন দেখিয়ে ১৯৬৫ ও ১৯৭৮ সালে অন্য ব্যক্তি মোকাদ্দমা দায়ের করলে তাদের পক্ষে রায় ও ডিক্রী হয়। একই গ্রাউন্ডে এ মোকদ্দমার ইতোপুর্বের সকল রায় সরকারের বিপক্ষে ঘোষিত হয়। বর্তমানে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত উক্ত সিভিল আপীল মামলার শুনানীর অপেক্ষায় আছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ-১৪/৬/২০১৬। **(খ) বগুড়া টুইন গোডাউন সংক্রান্ত ঃ** বগুড়া টুইন গোডাউনের বিষয়ে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত বগুড়ায় ৪০৬/১২ নং দেঃ মোকাদ্দমা চলমান আছে। মামলার জবাব দাখিল করা হয়েছে এবং মামলাটির পরবর্তী ইস্যু গঠনের তারিখ ১১/০১/১৬।	(ক) শুনানীর জন্য সকল প্রস্তুতি নিতে হবে। (খ) (১) ডিএই, টুইন গোডাউনের জমি ব্যবহারের ব্যবস্থা নিবে এবং মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে সহায়তা করতে হবে।	ডিডি, বগুড়া, ডিএই/ডিডি (লিসাসা), ডিএই/ আইন অধিশাখা ডিডি, বগুড়া/ডিডি(লিসাসা) ডিএই।

	(গ) বগুড়া হর্টিকালচার সেন্টার সংক্রান্ত ঃ ডিটিও বগুড়া জানান যে, হর্টিকালচার সেন্টারের জমি সংক্রান্ত ৬৬/৯৯ মোকদ্দমা খারিজ হওয়ার পরে দায়েরকৃত ১ম আপীলের নম্বর ২৫৫/১৫। পরবর্তী ইস্যু গঠনের তারিখ-১১/০১/২০১৬। (ঘ) নতুন মোকদ্দমা নং-৮৩/১৫, পরবর্তী নোটিশ জারীর তারিখ-২৫/০২/১৫।	(গ) পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে। (ঘ) ৮৩/১৫ মোকদ্দমার ডকুমেন্ট আইন অধিশাখায় পাঠাতে হবে।	
২.৪	**নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার ঃ** ডিডি, নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার সভায় জানান যে, গাজীপুর জেলায় যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালতে রানা আওয়ান কর্তৃক দায়েরকৃত ২৩৭/২০১৪ নং মোকদ্দমার জবাব দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী ইস্যু গঠনের তারিখ জানা যায়নি। তিনি আরো জানান যে, রিট পিটিশন নং-২৭৬৬/১৪ মামলাটি পূর্বের অবস্থায় আছে। এ মোকদ্দমার জমিটি ডিএই'র সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বিধায় আলোচ্য মামলাটি ডিএই'র সভায় আলোচনা হতে পারে।	(ক) ২৩৭/১৪ মোকদ্দমাটি নিয়মিত তদারক করতে হবে। (খ) রিট পিটিশন নং-২৭৬৬/১৪ মামলাটি পরবর্তীতে ডিএই'র সভায় আলোচনা হবে।	ডিডি, নুরবাগ হর্টিঃ সেন্টার/পরিচালক. হর্টিকালচার উইং.ডিএই।
২.৫	**গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের জমি ঃ** গাজীপুর জেলার ৬২/১৯৬৪ মোকদ্দমার রায় জালিয়াতির মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১.৩৮ একর জমি জনৈক এসএম হাফিজ উল্যাহ নামজারী করে নিয়েছেন। এ জমির জন্য বন বিভাগসহ ৩৯.৪০ একর জমির নামজারী ও জমা খারিজ বাতিলের জন্য এসি (ল্যান্ড) গাজীপুর সদর অফিসে ১০৩/১৩ নং মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে, যার পরবর্তী তারিখ-২৬/১১/১৫। এ সম্পর্কিত জালিয়াতি রায় বাতিলের জন্য বন বিভাগ ১২৩১/১২ নং দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করেছে। এছাড়াও ১১৫/১৫ মামলা ও বেষ্টওয়ে গ্রুপ ১১৯/১৫ মামলা এডিসি (রাজস্ব), গাজীপুরে দায়ের করেছে। বন বিভাগ উক্ত জমির স্বত্ব ঘোষনার জন্য যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত দেওয়ানী মোঃ ২২১/১৪ দায়ের করেছে। এ মামলায় কৃষি মন্ত্রণালয় পক্ষভুক্ত হয়েছে। আইন অধিশাখার এডিডি জানান যে, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি পত্র পাওয়া গিয়েছে এবং জেলা প্রশাসক, গাজীপুর-কে জমি হস্তান্তরের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক, গাজীপুরের সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। আরো ০৩টি মামলা এডিসি (রেভিনিউ) অফিসে দায়ের করা হয়েছে বলে তিনি জানান ।	(ক) এসএম হাফিজ উল্যাহর মিউটেশন বাতিলের জন্য ১০৩/১৩ নং মোকদ্দমার তদারক অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) অনাপত্তিপত্রের ভিত্তিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে জমি হস্তান্তরের জন্য জেলা প্রশাসক, গাজীপুর অফিসে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিতে হবে।	ডিডি, নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার/ আইন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়/পরিচালক, হর্টিকালচার উইং, ডিএই
২.৬	**যাত্রাবাড়ীর জমি, মোকদ্দমা নং-১৮৮/১১ সংক্রান্ত।** (ক) অধিগ্রহণকৃত ১.৪৪৭৬ একর সম্পত্তির মধ্যে জনৈক আব্দুল হাই ০.০৯৭৫ একর জমির মালিকানা দাবী করে এ মামলা দায়ের করেছেন। সরকারী আইনজীবি যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ায় মামলাটি পরিচালনার জন্য প্রাইভেট আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। পরবর্তী এসডিএর তারিখ-০৬/০৩/২০১৬। উক্ত জমির রেকর্ড সংশোধন সংক্রান্ত মোকদ্দমা ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দায়েরকৃত নং-৫৯১/১৩ এর সরকারী উকিল নেই। পরবর্তী তারিখ-১৮/০১/২০১৬। মেট্রো কৃষি অফিসার জানান যে, বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতির ০৭টি মামলা এসি (ল্যান্ড) অফিসে পেন্ডিং আছে। (খ) জনৈক খোরশেদ আলম জমির মালিকানার দাবীতে যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে ৪৬৬/১৩ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। মামলার জবাব দেয়া হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ-০২/০২/১৬।	(ক) প্রতিটি মোকদ্দমা ডিএই পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থা নিবে। জেলা জজ আদালতের মোকদ্দমাসমূহ তদারকি বাড়াতে হবে। (খ) জেলা জজ আদালত ঢাকার সমস্ত মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (আইনজীবীর নাম ও ফোন নম্বরসহ) কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে।	ডিডি(লিসাসা)/ পিপিউইং, ডিএই।
২.৭	**ধোলাইপাড় বীজাগারের জমি, মোকদ্দমা নং-১৩৪৭/১২।** (ক) ধোলাইপাড় বীজাগারের ০.০৮ একর জমিতে ডিএই'র বীজাগার অবস্থিত। জমির পার্শ্বে দোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয় দখলীয় স্বত্বে জমির মালিকানা দাবী করে ৭ম সহকারী জজ আদালতের টিএস নং-২২৭/১০ মামলাটি প্রত্যাহারের পর ১৩৪৭/১২ নং মামলা দায়ের করেছে। কৃষি মন্ত্রণালয় পক্ষভুক্ত হয়েছে। বাদীর আবেদনের ফলে মোকদ্দমাটি অন্য কোর্টে স্থানান্তরিত। (খ) সিটি জরীপে বীজাগারটি ভূল দাগ নং এ রেকর্ড হওয়ায় তা সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষ ৪র্থ যুগ্ম-জজ আদালতে ৮৪৩/১১ মামলা দায়ের করেছে। এডিডি আইন অধিশাখা জানান যে, ঢাকা জেলার সাব জজ, ৫ম আদালতের ৫৪/১৯৭৪ নং মোকদ্দমায় এ জমি প্রাপ্ত। তাউ উক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার রায় সংগ্রহ করে আদালতে দাখিল করা প্রয়োজন।	(ক) মামলা ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তদারকী অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) দেওয়ানী মোকদ্দমা-৫৪/১৯৭৪ এর রায় সংগ্রহ করে ব্যবস্থা নিতে হবে।	মেট্রো পলিটন কৃষি অফিসার, তেজগাঁও/ডিডি ,ঢাকা/ আইন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়।
২.৮	**ঢাকা জেলার ডেমরা থানার দেইল্লা ও কায়েতপাড়া মৌজার জমি ঃ** (ক) কায়েতপাড়ায় ০.২০ শতক জমি রয়েছে। সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। মেট্রোপলিটান কৃষি অফিসার জানান, কায়েত পাড়ার জমির কিছু অংশে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে এবং কিছু অংশ বেদখল আছে।	(ক) কায়েত পাড়া মৌজার অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের উদ্যোগ নিতে হবে এবং আগামী সভায় অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	মেট্রো কৃষি অফিসার, তেজগাঁও/ ডিডি, (লিসাসা) ডিএই

	(খ) মালিকানা দাবী করে দেইল্লা মৌজায় ০.২৫ একর জমি জনৈক সুরাইয়া ফেরদৌস রৌশন আক্তার গং জমির মোকদ্দমা নং ৩৪২/১৪, ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দায়ের করেছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ-০১/১২/১৫। দেইল্লার জমির সামনের দিকে ব্যক্তি মালিকানার জমি অধিগ্রহনের বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ডিএইকে পত্র দিতে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মেট্রো পলিটন কৃষি অফিসার জানান, উক্ত জমির ভিতরে প্রবেশে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাধা প্রদান করেছেন। তিনি আরো জানান, থানায় জিডি করা হয়েছে।	(খ) জমি অধিগ্রহণের স্বয়ংস্বম্পূর্ণ প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
২.৯	**মুন্সীগঞ্জের জমি সংক্রান্ত যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৬০৮/১৪ (দেঃ মোকঃ ২২/০৭ হতে উদ্ভুত) ঃ** মুন্সীগঞ্জ শহরে ডিএইর ৮শতক জমি নিয়ে মুন্সীগঞ্জ বার সমিতির সাথে মোকাদ্দমায় সরকার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান চলমান রয়েছে। গনপূর্ত বিভাগের নামে কিভাবে রেকর্ড হয়েছে, এ বিষয়ে খোঁজ নেয়া যেতে পারে। আরো দুইজন স্বাক্ষীর সাক্ষ্য বাকী আছে। পরবর্তী স্বাক্ষ্যের তারিখ-৩০/১১/২০১৫। প্রাইভেট আইনজীবী বিধায় আরো অর্থ প্রয়োজন।	(ক) চলমান সাক্ষ্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। (খ) কোন ডকুমেন্টের ভিত্তিতে ডিএই এর নামে আরএস রেকর্ড হয়েছে তার তথ্য পাওয়ার জন্য গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	ডিডি, ডিএই মুন্সীগঞ্জ/ (লিসাসা), ডিএই, আইন অধিশাখা কৃষি মন্ত্রনালয়
২.১০	**আসাদগেট হর্টিকালচার সেন্টার ঃ** (ক) ১৯৫২ সন হতে এ জমি কৃষি বাগান হিসেবে ডিএই'র দখলে থাকলেও আরএস ও সিটি জরিপে রেকর্ড গৃহ গবেষণা কেন্দ্রের নামে আছে। এ বিষয়ে সভাপতি জানান যে, প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে জমি হস্তান্তরের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে আধা-সরকারী পত্র দেয়া যেতে পারে। (খ) ফলবীথির জমির সিটি জরীপ রেকর্ড কার নামে তা সংগ্রহ করবেন। অন্যের নামে থাকলে নামজারী ও জমা খারিজ করা প্রয়োজন।	(ক) ফলবীথির সিটি জরীপ খতিয়ান সংগ্রহ করতে হবে । (খ) গুলশান হর্টিকালচারের বিষয়ে রাজউকে লীজ এর বিষয়ে খোঁজখবর নিতে হবে।	পরিচালক, হর্টিকালচার উইং/ হর্টিকালচারিষ্ট, আসাদগেট/ আইন অধিশাখা
২.১১	**গুলশান হর্টিকালচারের জমি লিজ গ্রহণ সংক্রান্ত ঃ** হর্টিকালচারিষ্ট, হর্টিকালচার সেন্টার জানান যে,রাজউকের প্রেরিত পত্রের বিষয়ে রাজউক থেকে অদ্যাবধি লীজ সংক্রান্ত কোন তথ্য/সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। লীজ পাওয়ার বিষয়ে যোগাযোগ করা প্রয়োজন।	জমি লীজের জন্য যোগাযোগ করতে হবে।	
২.১২	**মোহাম্মদপুর কৃষি অফিসে জমি সংক্রান্ত মোকদ্দমা নং-৬২৪/১২ ১ম সহকারী জজ আদালত ঃ** মোহাম্মদপুর মেট্রোপলিটান কৃষি অফিসের সরাই জাফরাবাদ মৌজাস্থ ৮ শতক জমি আফসার সুলতানা গং এসএ রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশের নিকট হতে ক্রয় করে। সিটি জরিপে তাদের নামে রেকর্ড করেছেন। সরকার পক্ষে ঘোষণামূলক ডিক্রীর জন্য ১ম সহকারী জজ আদালত, ঢাকায় উক্ত মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ- ১১/০১/১৬। দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৮৭৮/১৩ মামলার ইস্যু গঠনের তারিখ-১১/০১/২০১৬।	(ক) মোকদ্দমাটির বিষয়ে তদারক অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) মূল মোকদ্দমার শুনানী ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	মেট্রোঃকৃষি কর্মকর্তা, মোহাম্মদপুর/ ডিডি,ঢাকা
২.১৩	**গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** ইউএও জানান যে, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ৪৯.২৩ একর জমির মধ্যে ৩৭.২১ একর জমি বিএস জরিপে ডিএই'র নামে রেকর্ড হয়েছে এবং অবশিষ্ট জমির জন্য ৩১ বিধি মোতাবেক ৯৪টি আপীল বিচারধীন আছে। সাইনবোর্ড টাঙ্গানো হয়েছে। সভায় হর্টিকালচার স্থাপনের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়।	(ক) দখল উদ্ধারের জন্য ডিএই টিম গঠন করবে। (খ) জেলা প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে দখল উদ্ধারের ব্যবস্থা নিতে হবে। হর্টিকালচার সেন্টার স্থাপন প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, গোবিন্দগঞ্জ/ ডিডি, ডিএই, গাইবান্ধা/ অতিরিক্ত পরিচালক, (রংপুর) ডিএই,
২.১৪	**ময়মনসিংহ টাউন মৌজার জমির মোকদ্দমা নং-৩৬/১৪ ঃ** ময়মনসিংহ টাউন মৌজার অফিস কাম বাসভবন নির্মানের জন্য অধিগ্রহণকৃত সিএস ২৩৮১ ও ২৩৮৪ দাগের ১.৪৪ একর জমির মধ্যে ০.৫২ একর জমি ব্যক্তি মালিকানায় চলে গেছে। অতিরিক্ত পরিচালক, ময়মনসিংহ এর প্রতিনিধি জানান যে, ০.৫২ একর জমির মধ্যে ০.৩২ একর জমি ব্যক্তির নামে ও ০.১৫৬৮ একর জমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড হয়েছে। ০.৫২ একর জমির মালিকানা সংক্রান্তে যুগ্ম-জেলা জজ আদালত, ময়মনসিংহে ৩৬/১৪ নং মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে, যার পরবর্তী ইস্যু গঠনে র তারিখ-১২/০২/১৬। চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা দায়ের করা প্রয়োজন।	(ক) ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা এবং জেলা প্রশাসকের নামের রেকর্ডকৃত জমি বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতিতে রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। (খ) খালি জায়গায় গাছ লাগাতে হবে। (গ) ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে যথাসময়ে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে।	ডিডি/অতিঃ পরিচালক, ডিএই ময়মনসিংহ
২.১৫	**উপজেলা কৃষি অফিস, দাউদকান্দি'র জমির মোকদ্দমা নং-৪১০০/০৫ ঃ** দাউদকান্দি উপজেলা ডিএই'র ৩০শতক জমি বেদখল আছে এবং ১৭৮০/১৫ নং সিপি মোকদ্দমা দায়ের করেছে এবং পেন্নাই মৌজার সীড স্টোরের ০.০৪১৫ একর জমির রেকর্ড হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা না থাকলে উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসকের অফিসে মামলা দায়ের করতে হবে। উপজেলা কৃষি অফিসার জানান যে, পেন্নাই মৌজার জমি'র বিষয়ে ১৫১১৪/১২ নং মোকদ্দমা সেটেলমেন্ট কোর্টে জনৈক মনসুর গং দায়ের করেছেন। সিআর মোকদ্দমার রায় এখনো পাননি বলে সভায় জানানো হয়। তবে অন্যান্য ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান জনৈক ব্যক্তি সিএমপি-১২৩৫/১৪ দায়ের করেছে।	(ক) ৩০ শতক জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অবশিষ্ট ০.০৩২১০ একর জমির মালিকানা উদ্ধারের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে যথাসময়ে মামলা করতে হবে।	ডিডি কুমিল্লা /ডিডি (লিসাসা), ডিএই।

২.১৬	**লক্ষীপুর সদর উপজেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** ডিএই এর লক্ষিপুর এর প্রতিনিধি জানান যে, জেলা পরিষদ এলএ কেসমূলে ডিএই'র দখলীয় ০.০৮ একর জমি দাবী করেন। ইজারার মেয়াদ শেষ হলেও বিবাদীগণ দালানের একটি কক্ষ অদ্যাবধি ব্যবসায়ী সমিতির দখলে আছে। দখলমুক্ত করার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জমি নিয়ে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৯৪/১৩ দায়ের হয়েছে, যার পরবর্তী তারিখ-১৩/০১/২০১৬। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা তালা খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিনি আরো জানান যে, বনিক সমিতির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা খারিজ হয়েছে।	(ক) জেলা পরিষদের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ডকুমেন্টের সার্টিফাইর্ড কপি সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে (খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা তালা খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, লক্ষীপুর/ ডিডি (লিসাসা)/ডিজি , ডিএই
২.১৭	**বেগমগঞ্জ এটিআই এর জমি সংক্রান্ত ঃ** (ক) বেগমগঞ্জ এটিআই এর জন্য ৫১.১৯ একর জমি বিনা সেলামী বিনা ভাড়ায় ১৯৭৭-৭৮ সালে ভূমি মন্ত্রণালয় হস্তান্তর করে কিন্তু মিউটেশন না করায় জেলা প্রশাসকের নামে হাল রেকর্ড হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের পত্রের আলোকে নাম-জারি ও জমা-খারিজ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ১৮/১১/১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য্য থাকলেও কর্তৃপক্ষ গড়হাজির ছিলেন। (খ) তিনি আরো জানান, ২৩১/১৫ ও ২৩২/১৫ দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে।	(ক) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নাম-জারি ও জমা-খারিজ করতে হবে। (খ) দেঃ মোঃ ২৩১/১৫ ও ২৩২/১৫ মোকদ্দমার ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/ ডিডি, (লিসাসা), ডিএই
২.১৮	**নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** এডিডি আইন অধিশাখা জানান যে, এল এ কেস এর মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ডিএই'র জমি পূর্বের খতিয়ানে বহাল হওয়ায় এ বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করার প্রয়োজন নেই।	পরবর্তী সভায় আলোচ্য বিষয়টি বাদ যাবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিকে সভায় উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নাই।	ইউএও, বেগমগঞ্জ /ডিডি, নোয়াখালী
২.১৯	**নোয়াখালী হর্টিকালচার সেন্টারের জমি সংক্রান্ত ঃ** ডিডি, নোয়াখালী হর্টিকালচার সেন্টার জানান, ফসলে কীট নাশক স্প্রে করার লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী'র ০১নং খতিয়ান হতে ১৫.৬৬ একর জমি এয়ারষ্ট্রীপ নিমার্নের জন্য তদানীন্তন কলোনাইজেশন অফিসার কর্তৃক ডিএইকে দেয়া হয়। এয়ারষ্ট্রীপ সম্প্রসারণের জন্য পরবর্তীকালে ডিএই'র নামে আরো ৩.২৬ একর জমি অধিগ্রহন করা হয়। আরএস রেকর্ডে ১৮.৪৬ একর জমি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নামে ছিল। অতঃপর চলমান রেকর্ডে ১৯৫৫ সালে ৩১ বিধি মোতাবেক ডিএই আপীল দায়ের করলে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী বাদীভূক্ত হলে ১৬.৫৮ একর জমি ০১নং খতিয়ানে এবং ৩.২৬ একর ডিএই এর নামে রেকর্ড হয়। ডিসি, নোয়াখালী মার্চ, ২০১৫ মাসে জানিয়েছেন যে, ডিএই উক্ত জমি ব্যবহার করলেও মালিকানা হস্তান্তর করা হয়নি। ভূমি মন্ত্রণালয়ে মালিকানা সংক্রান্ত বিষয় নিস্পত্তির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় অনুরোধ জানালে ভূমি মন্ত্রণালয় পূনঃ পরীক্ষা পূর্বক বিস্তারিত তথ্যসহ প্রস্তাব পূনঃ প্রেরণের জন্য ডিসি, নোয়াখালীকে ভূমি মন্ত্রণালয় অনুরোধ জানিয়েছে। এমতাবস্থায়, ডিসি, নোয়াখালী হতে বন্তোবস্তের জন্য সঠিক রির্পোট ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীকে সহযোগিতা করা প্রয়োজন।	জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীর সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	হর্টিকালচারিষ্ট, নোয়াখালী/ পরিচাল, হর্টিকালচার উইং/ডিজি, ডিএই
২.১৯	**নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রামপুর ইউনিয়নের বীজাগারের মোকদ্দমা নং-৭৩/০৯, সহঃ জজ আদালত কোম্পানীগঞ্জ ঃ (অনুপস্থিত)** কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রামপুর ইউপি'র বীজাগারের জমি জনৈক মৌলভী সিদ্দিকুর রহমান, চেয়ারম্যান-রামপুর ইউনিয়ন, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী এর দলিল বাতিলের জন্য কোম্পানীগঞ্জ সহকারী জজ আদালতে ৭৩/০৯ নং মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। ডিএই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে এবং এ বিষয়ে ডিএই প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।	(ক) ডিএইর মাধ্যমে জমির ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) জজ কোর্টের শুনানীতে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। (গ) এলএ কেস খুজে বের করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, নোয়াখালী/ ডিডি (লিসাসা), ডিএই, ঢাকা
২.২০	**ধনবাড়ী হর্টিকালচার সেন্টার, টাংগাইল এর জমি সংক্রান্ত ঃ** টাংগাইল ধনবাড়ী হর্টিকালচার সেন্টারের ৫.৯৯ একর জমির বিপরীতে ৫.১৩ একর জমি দখল আছে। অবশিষ্ট জমি কারা কি অবস্থায় বেদখল করেছে তা জানা এবং কোন সংস্থাকে কতটুকু জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার ডকুমেন্ট প্রয়োজন। ১.২০ একর জমি অবৈধ দখলদারের দখলে। উপ-পরিচালক, টাঙ্গাইল জানান যে, জমি অতিরিক্ত বরাদ্দ করায় ডিএই এর জমি কম হচ্ছে। এ বিষয়ে জানানো হয় যে, কোন সংস্থাকে কতটুকু জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা জানা প্রয়োজন। প্রয়োজনে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা করতে হবে।	(ক) বরাদ্দ সংক্রান্ত সকল ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। (খ) চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর ল্যান্ডসার্ভে ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে।	ডিডি/ডিসি টাংগাইল এবং ডিডি (লিসাসা)।
২.২১	**চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার জমি সংক্রান্ত ঃ** (ক) সংশ্লিষ্ট এমএও জানান যে, পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার ৭.০৪ একর জমি, যা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নামে এসএ এবং বিআরএস (বিএস) রেকর্ড আছে। জামিলউদ্দিন গং এর নামে মিউটেশনকৃত ৭.০৪ একর জমির নাম জারী বাতিলের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, চট্টগ্রাম এ ৮৪/১৫ দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। যার নোটিশ জারীর পরবর্তী তারিখ-০১/০২/২০১৬। (খ) কৃষি অফিসার রাউজান জানান যে, রাউজানের ০.৩০ একর জমির নামজারী করা হলেও প্রতিপক্ষ সিভিল রিভিশন মোকদ্দমা নং-৫৫/২০০৪ দায়ের করেছে। (গ) ইউএও বাঁশখালী জানান যে, ০.১২ একর জমির ডকুমেন্ট পাওয়া যায়নি।	(ক) মামলাটি নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। (খ) দ্রুত জবাব দাখিল করতে হবে। (গ) বাঁশখালীর ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে হবে।	এমএও/ইএও/ ডিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম

২.২২	**এটিআই সিলেট এর জমি সংক্রান্ত মোকদ্দমা নং-৩/১২ঃ (অনুপস্থিত)** কৃষি বিভাগের অধিগ্রহণকৃত জমি-৩.১৫ একর এর মধ্যে হাসপাতাল নিয়েছে-২.০০ একর। বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে দায়েরকৃত-১২২/১৩ মামলাটি ডিডি,ডিএই সিলেট কর্তৃক পরিচালনা করেন। তিনি জানান যে, প্রদুন চন্দ্র নাথ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলাটি খারিজ হয়েছে, টিএস-৩/১৫ পুনর্জীবিত হয়েছে। উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনে অধিগ্রহণকৃত ২.০০ একর জমির ক্ষতিপূরণ কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্য। পরবর্তী তারিখ-০১/১১/২০১৫।	(ক) মোকদ্দমার শুনানী ত্বরান্বিত করে ক্ষতিপুরনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, সিলেট/ ডিডি, ডিএই, সিলেট/ (লিঃ-সাঃসা), ডিএই, ঢাকা।
২.২৩	**এটিআই, শেরপুর এর জমি সংক্রান্ত মোকদ্দমা নং-৩০৪/০৭ঃ** ১৭ শতক জমির ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল মোকদ্দমা নং-৪১১/১২। ৩০৪/০৭ মোকদ্দমার তারিখ আগামী ২৩/০৬/১৬। অধ্যক্ষ জানান যে, অধিগ্রহনকৃত জমির পরিমান ৪২.১৯ একর। তবে ১০% ক্ষতিপুরন অর্থ এখনো দেয়া হয়নি এবং মন্ত্রণালয়ে ডকুমেন্ট প্রেরণ করা হয়নি। ৪২.১৯ একর জমি অধিগ্রহনের কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। নতুন করে তথ্য ভূমি মন্ত্রণালয় চেয়েছে বলে জানান। জেলা প্রশাসককে পত্র দিয়েছেন বলে জানান। ১৩.৬৮ একরের গেজেট প্রকাশের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	(ক) জমির মালিকানার তথ্য সংগ্রহ করে যথাশীঘ্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) নোটিশ ও দখল হস্তান্তরের কপি সংগ্রহ করবেন। ১০% ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান এবং গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, শেরপুর
২.২৪	**কাপাসিয়ার চাঁদপুর ইউনিয়নের এসএও কোয়ার্টারের জমি সংক্রান্ত ঃ** কাপাসিয়া উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের এসএও কোয়ার্টারের জমি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক বেদখলের উপক্রম হওয়ায় জড়িতদের বিরুদ্ধে সহকারী জজ ৩য় আদালতে নং-১৬/১৪ নং নিষেধাজ্ঞা মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। ইউএনও কাপাসিয়া জানিয়েছেন যে, ১টি কক্ষ ক্ষতি হওয়ায় তা তৈরী করে দেয়া হবে। সভায় আলোচনা হয় যে, কক্ষ নির্মাণ করার পর মোকদ্দমা প্রত্যাহারের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।	জমি প্রদান ও কক্ষ তৈরীর পর মোকদ্দমা প্রত্যাহার করতে হবে।	ডিডি, ডিএই গাজীপুর/ডিডি(লিসাসা)।
২.২৫	**কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার বিভিন্ন মামলা সংক্রান্ত ঃ** কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ জেলার জমির বিষয়ে পূর্বের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানতে চাওয়া হয়। এফএ-১৩৬/০৮ মামলায় ঘোষিত রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ দায়ের সংক্রান্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৪/১০/১৪ তারিখের ৫৮৬নং পত্রের মর্মানুযায়ী মতামতের জন্য সলিসিটর উইং হতে নথি এটর্ণী জেনারেল এর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে বাটোয়ারা মামলা করে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। ১১টি রেকর্ড সংশোধনী মামলা ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল আদালতে দায়ের করা হয়েছে। মোকদ্দমা নং-১৬০০৮/১৪, ৫১৭৫/১৫, ৫১৮১/১৫, ৫১৮৩/১৫, ৫১৮৪/১৫, ৫১৮৫/১৫, ৫১৮৭/১৫, ৮১৩০/১৫, ৮১৩১/১৫, ৮১৩৪/১৫ এবং ৮১৮৬/১৫ অন্য প্রকার।	(ক) সিপিএলএ দায়েরের সর্বশেষ অবস্থা মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। (খ) বিজ্ঞ এটর্ণী জেনারেল এর সাক্ষাৎ করে উল্লিখিত মামলার মতামত নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) দায়েরকৃত মামলা পরিচালনার বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে। (ঘ) এল এ শাখার ডকুমেন্ট দ্রুত বের করতে হবে। (ঙ) বাটোয়ারা মামলা দায়ের করতে হবে।	ইউএও কটিয়াদি/ ডিডি, ডিএই, কিশোরগঞ্জ।
২.২৬	**ফরিদপুর পাট সম্প্রসারনের ১০ শতক জমির সিপিএলএ মোকদ্দমা নং-১৩৬৮/১৪ ঃ** (ক) উক্ত জমি নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ নিস্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সাথে মিটিং করা হয়েছে। মোকদ্দমাটি মোকাবেলার জন্য বেসরকারী আইনজীবী নিয়োগের অনুমতি পাওয়া গেছে। (ক) এছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ১১/১৫ মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। ১১/১৫ মোকদ্দমার ডকুমেন্ট প্রয়োজন। সিপিএলএ-তে পক্ষভূক্ত হওয়া প্রয়োজন।	এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১১/১৫ মোকদ্দমার ডকুমেন্ট পাঠাতে হবে মন্ত্রণালয়ে। সিপিএলএতে পক্ষভূক্ত হতে হবে।	ইউএও, ফরিদপুর সদর/ ডিডি (লিসাসা), ডিএই, ঢাকা
২.২৭	**কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনার জমি সংক্রান্ত ঃ** এডিডি, খুলনা জানান যে, খুলনা ডিডি অফিসের জমি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভূক্ত হওয়ায় তা ডিএই'র নামে হস্তান্তর করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সভাপতি জানান যে, হস্তান্তরের জন্য পত্র দেয়া প্রয়োজন। তবে গেজেট খুজে বের করা প্রযোজন।	গেজেট খুঁজে বের করতে হবে। শুধু হস্তান্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র দিতে হবে।	আইন অধিশাখা/ ডিডি, ডিএই, খুলনা/ডিডি (লিসাসা), ডিএই।
২.২৮	**বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর জমি সংক্রান্ত ঃ** জনৈক ব্যক্তি এ বিষয়ে বন্টননামা মামলা দায়ের করেছেন । মামলা নং-৭৭/২০১৪, তারিখ-০৫/০১/১৬। এ জমিটি ব্যক্তির দখলে আছে।	বন্টননামা মামলাটি যথাযথভাবে তদারকি করতে হবে।	বিএমডিএ
২.২৯	**সাভার বাটা বাজারসহ অন্যান্য জমি সংক্রান্ত ঃ** (ক) বিএডিসির প্রয়োজনে সাভার টাট্টি মৌজার ৩৩ শত জমি অধিগ্রহণ করা হয়। জমিটির এসএ রেকর্ডীয় মালিক যুগলদাসী সাহা। বিবাদী ৪জন (২পুত্র ও স্বামী-স্ত্রী)। বিবাদি ১৯৭৮ সালে ক্রয়সূত্রে মালিকানা দাবী করে জানান তারা এলএ কেসের নোটিশ/ক্ষতিপূরণ পাননি। তবে ক্রেতাগণের মধ্যে ১ব্যক্তি নোটিশ পেয়েছেন। এ বিষয়ে দায়েরকৃত সিআর-৪৬৭৩/০৪ মামলায় সরকারের বিপক্ষে আদেশ হলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ৩নং কোর্টে সিপিএলএ-১০৪০/১৩ দায়ের করা হয়। পরবর্তী শুনানীর তারিখ-০৭/০২/২০১৬। (খ) যুগ্ম-পরিচালক (উদ্যান) কাশিমপুর জানান, ক্ষতিপূরণের অবশিষ্ট অর্থ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। গেজেট প্রকাশের কার্যক্রম চলমান। সভায় জানানো হয় যে, কোনাবাড়ি দখলে আছে, আশুলিয়ার কিছু জমি স্থানীয় স্কুল/পার্কের দখলে এবং গনকবাড়ী জমির কিছু অংশ জনৈক ব্যক্তির বাগানবাড়ী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।	(ক) মোকদ্দমাটি যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। (খ) গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।	বিএডিসির/আইন বিভাগ ও মহা ব্যবস্থাপক (উদ্যান)।

২.৩০	**বিএডিসির গাবতলীসহ মিরপুর ও নন্দারবাগ মৌজার জমি ঃ** গাবতলীস্থ মিরপুর ও নন্দারবাগ মৌজার মোট জমির পরিমাণ-১১৭.০৮ একর। এরমধ্যে ১৫.৯৭ একর জমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ড হয়েছে। কতিপয় ব্যক্তি ১.৫০ একর জমি সিটি জরিপে রেকর্ড করে নিয়েছে। সিঃসহঃ পরিচালক, বিএডিসি এর প্রতিনিধি জানান, সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা করা হয়েছে। সিটি জরীপের অবশিষ্ট খতিয়ান সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতিতে নামজারীর জন্য এসি (ল্যান্ড) অফিসে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ৪৯৬/১২ মামলার পরবর্তী তারিখ ১৬/০১/১৬। আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১১৭.০৮ একর জমির সর্বশেষ অফিসিয়াল ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে সীমানা নির্ধারণ করতঃ ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।	(ক) এসি (ল্যান্ড) অফিসে দায়েরকৃত বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতিতে রেকর্ড সংশোধনের মামলাটি যথাযথভাবে তদারক করতে হবে। (খ) আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সীমানা নির্ধারণ ও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে।	খামার বিভাগ, বিএডিসি/ আইন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়।
২.৩১	**বিএডিসি সাভার মৌজাস্থ সার গোডাউনের জমির মালিকানা সংক্রান্ত মোকদ্দমা** বিএডিসি সাভার মৌজাস্থ সার গোডাউনের ৩৩ শতক জমি ১০৪/৬৫-৬৬ নং এলএ কেসের মাধ্যমে অধিগ্রহন করা হয়। আরএস রেকর্ডে বিএডিসির নামে ২৩ শতক রেকর্ড হয়েছে। ১০ শতক জমি ব্যক্তির নামে রেকর্ড হয়েছে। এ বিষয়ে যুগ্ম-জেলা জজ, ২য় আদালত, ঢাকায় ৫৯৪/১৪ নং মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী জবাব দাখিলে তারিখ-১৬/০২/১৬ ভাড়াটিয়া নিষেধাজ্ঞা চেয়ে ২৪৭/১৩ মামলা দায়ের করেছে। জবাব দাখিলের তারিখ-৩০/১১/১৫।	মোকদ্দমার জবাব দাখিল করতে হবে।	যুগ্ম পরিচালক (সার)/মহা-ব্যবস্থাপক (সার), বিএডিসি, ঢাকা
২.৩২	**বিএডিসির গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার মরকুন মৌজার জমি সংক্রান্ত ঃ** বিএডিসির সার গোডাউন নির্মানের জন্য ২০/৬৪-৬৫ নং এলএ কেসের মধ্যেমে গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার মরকুন মৌজায় ০.৬৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। বর্তমানে উক্ত জমির দখল উদ্ধার ও রেকর্ড সংশোধনের জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালত, গাজীপুরে-২৩৯/১৪ দায়ের করা হয়েছে। আরজি সংশোধন করতে হবে বলে সভায় জানানো হয়। জবাব দাখিলের তারিখ-২৬/১১/১৫	জবাব সংশোধন করতে হবে	যুগ্ম পরিচালক (সার), বিএডিসি, ঢাকা
২.৩৩	**বিএডিসির মুন্সীগঞ্জ জেলার দেওভোগ মৌজার জমি সংক্রান্ত ঃ** মুন্সীগঞ্জ জেলার দেওভোগ মৌজার বিএডিসির ০.৩৩ একর জমির বিষয়ে জেলা প্রশাসক-কে পত্র দেয়া এবং সার বিভাগের জমির তালিকার বিষয়ে বিএডিসি'র নিকট জানতে চাইলে বিএডিসি'র প্রতিনিধি জানান যে, এডভোকেট নিয়োগ করা হয়েছে। তবে আগামী সপ্তাহে মোকদ্দমা দায়ের হবে বলে জানান। বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে বিএডিসি'র হাতছাড়া জমির তথ্যাদি অনুসন্ধান করার বিষয়ে বিএডিসি এবং সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিএডিসির প্রতিনিধি জানান যে, ছেড়ে দেয়া জমির তথ্য প্রেরণের জন্য অঞ্চলে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার আরএস মালিকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা প্রয়োজন। সাইন বোর্ড দেয়া হয়েছে।	(ক) সার বিভাগ কর্তৃক ছেড়ে দেয়া জমির তালিকা সংগ্রহ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ জেলার জমির রেকর্ড সংশোধনের মোকদ্দমা দ্রুত দায়ের করতে হবে।	যুগ্ম পরিচালক (সার), বিএডিসি, ঢাকা
২.৩৪	**নারায়নগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার বিএডিসির জমি সংক্রান্ত ঃ** (ক) বিএডিসির সার গোডাউনের জন্য বিএডিসির সিদ্ধিরগঞ্জ থানার আটি ও আজিপুর মৌজায় ২৭/৭৮-৭৯ নং এল এ কেসের মাধ্যমে ৯.০৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারির জন্য জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়েছে। বিএডিসি অবশিষ্ট ১০% ক্ষতিপূরণের অর্থ জমা দিবে। সহঃ পরিচালক (সার) মুন্সীগঞ্জ জানান, দায়েকৃত মোকদ্দমায় নিষেধাজ্ঞা না থাকায় বিষয়টি জেলা প্রশাসকের সাথে সুরাহা হতে পারে। দায়েরকৃত ৪৭৯৭/০৫ মোকদ্দমা ৬ নং কোর্টে বিচারাধীন আছে। সভাপতি জানান যে, অন্ততঃ কাঁটা তারের বেড়া প্রয়োজন।	(ক) ১০% ক্ষতিপূরনের প্রাক্কলন সংগ্রহ করতে হবে। (খ) রীট-৪৭৯৭/৫ মামলাটি কজলিষ্টে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (গ) কৃষি মন্ত্রণালয় হতে জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জকে প্রাক্কলনের জন্য তাগিদ দিতে হবে। (ঘ) কাঁটাতারের বেড়া দিতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান/সার), বিএডিসি, ঢাকা/ আইন শাখা, বিএডিসি
২.৩৫	**বিএডিসি (সার) মুন্সিগঞ্জ জেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** বিএডিসির সার গোডাউন তৈরীর জন্য নবাবগঞ্জ উপজেলায় এলএ কেস নং-১৯/৬৭-৬৮ মাধ্যমে বড়সংসবাদ মৌজার সিএস খতিয়ান-১৭, দাগ-১০০ এর ০.১৬৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এলএ কেস ১৭/৬৭-৬৮ মূলে দোহার উপজেলার জয়পাড়া মৌজার সিএস ১০৮০ দাগের ০.১৬৫ জমি অধিগ্রহন করা হয়। পরবর্তীতে আরএস রেকর্ড ব্যক্তির নামে হয়। আরএস রেকর্ড সংশোধনের জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়েরের পক্ষে মতামত প্রদান করা হয়।	রেকর্ড সংশোধনের জন্য মোকদ্দমা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি

২.৩৬	**গৌরনদী ও কাউনিয়া, বরিশাল জেলায় বিএডিসির এসএও কোয়ার্টাররের জমি ঃ** (ক) গৌরনদীর জমি বর্তমানে একটি সরকারী কলেজের ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে বিএডিসির প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। বিএডিসি প্রতিনিধি জানান যে, ডিসি অফিস নোটিশ দিয়েছে। কলেজকে পত্র দেয়া হয়েছে। জমিটি ৪৬/৬৬-৬৭ এলএ কেসমুলে অধিগ্রহণকৃত বিএডিসি'র নামে জমা-খারিজ আছে। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক-কে পত্র দেয়া প্রয়োজন। কলেজ কর্তৃপক্ষ এখনো জমি ফেরৎ দেয়নি। (খ) কাউনিয়া মৌজার জমির মিউটেশনের শুনানী ৩০/১১/১৪ তারিখে হয়েছে। এছাড়াও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। জনৈক ব্যক্তি পূর্বমালিকের নিকট থেকে ক্রয় করে মোকদ্দমা করেছেন। ১.৯৪ একর জমিতে মাদ্রাসা তৈরী করেছে। গেজেটকে চ্যালেঞ্জ করে রীট পিটিশন দায়ের করেছে জনৈক ব্যক্তি।	(ক) অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য বিএডিসি জেলা প্রশাসক-কে পত্র দিবে। (খ) ডকুমেন্টসমুহ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিএডিসি
২.৩৭	**দিনাজপুর-নশিপুরস্থ বিজেআরআই এর জমি সংক্রান্ত ঃ** বিজেআরআই কর্তৃক দিনাজপুর-নশিপুর ফার্মের ৫০.০৩ একর জমি ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পূনাঙ্গ গেজেট এবং ওসি স্যুট নং-১৬৩/৬৫ ডকুমেন্ট আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বিএডিসি, নশিপুর, দিনাজপুর-কে অনুরোধ জানানো হয়। বিএডিসির প্রতিনিধি জানান আংশিক জমি এওয়াজ করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি সারাংশ প্রস্তুত করা প্রয়োজন।	আগামী ২০ দিনের মধ্যে বিজেআরআই এবং নশিপুর ফার্মের অধিগ্রহণকৃত সম্পূর্ন জমির গেজেট এবং মোকদ্দমার সার্টিফাইড কপি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে এবং সারাংশ প্রস্তুত করতে হবে।	বিজেআরআই/ যুগ্ম-পরিচালক, বিএডিসি, নশিপুর ফার্ম, দিনাজপুর/এডিডি, আইন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়
২.৩৮	**সাতক্ষীরা-বিনেরপোতা ব্রী' অফিসের জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ঃ** পিএসও, সাতক্ষীরা জানান যে, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রী), বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা এর জমি হতে অদ্যাবধি অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি। ইতোমধ্যে বস্তিবাসীদের চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উচ্ছেদের নোটিশ দেয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, মাটি ভরাটের কাজ শুরু হয়েছে। বিষয়টি দপ্তর/সংস্থার সভায় আলোচনা করা যেতে পারে বলে সভাপতি অভিমত প্রকাশ করেন।	অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের নিমিত্তে জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা-কে মহাপরিচালক, ব্রি অনুরোধ জানাবেন এবং উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। বিষয়টি দপ্তর/সংস্থার সভায় আলোচনা করতে হবে।	ব্রী, সাতক্ষীরা/ব্রী গাজীপুর/
২.৩৯	**বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মোকদ্দমা নং-১১/২০১৩ যুগ্ম-জেলা জজ ১ম আদালত ঃ** (ক) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ডিডি সভাকে জানান, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, দিনাজপুর এর ০.১৬৫ একর জমি বেদখল আছে। মামলার ইস্যু গঠনের তারিখ-০৩/০২/১৬। (খ) ফরিদপুর সদরের ১০ শতক জমির হাল রেকর্ড ব্যক্তিনামে হয়েছে। এ বিষয়ে রেকর্ড সংশোধনের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ৮৭/১৩ নং মোকদ্দমা দায়ের করেছে, মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ-০৩/১১/২০১৫। দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। (গ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মধুপুর, টাঙ্গাইল এর ০.১৭ একব জমির মধ্যে জেলা প্রশাসকের নামে ০.১০ একর এবং ব্যক্তিনামে ০.০৭ একর জমি রেকর্ড হয়েছে। (ঘ) জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এর নামে রেকর্ডকৃত ০.১১৫০ একর জমির চুড়ান্ত রেকর্ড পাওয়ার পর ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা করতে হবে। (ঙ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কুষ্টিয়ার জমির বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পক্ষে হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়।	(ক) দ্রুত মামলাসমূহ নিস্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। (খ) কুষ্টিয়ার জমির রায়ের কপি কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে।	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
২.৪০	**বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর জমি ঃ** খাগড়াছড়ি জেলার বিনা'র ০.৩৮ একর জমির জন্য রীট পিটিশন নং-২২১২/১২ দায়ের করা হয়েছে। মোকদ্দমাটি বর্তমানে ৯৩ নং কজলিষ্টে আছে এবং আংশিক শুনানী চলছে। মোকদ্দমাটি ২৮নং কোর্টে স্থানান্তরিত হয়েছে। অন্য ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ নিয়েছেন বলে জানান। স্থগিত আদেশ প্রদান করেছে। বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেল এর সাথে কথা বলা প্রয়োজন বলে সভাপতি অভিমত প্রকাশ করেন।	বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেল এর সাথে আলোচনা করতে হবে।	ডিজি, বিনা
২.৪১	**ফরিদপুর জেলার বিজেআরআই এর জমি সংক্রান্ত ঃ** সড়ক বিভাগ কর্তৃক সম-পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করে বিজেআরআই এর সাথে এওয়াজের মাধ্যমে হস্তান্তর করার শর্তে ফরিদপুর বিজেআরআই এর ৩.০০ একর জমি দখল করে নেয়। সর্বশেষ ২.৯৩ একর জমি অধিগ্রহনের নোটিশ করার পর বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বরাবর প্রস্তাব প্রেরিত হলে বিষয়টি না মঞ্জুর হয়। ফলে সড়ক বিভাগ কর্তৃক দখলকৃত জমির এওয়াজ সম্ভব হচ্ছে না। উক্ত জমির মূল্য পরিশোধের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় হতে জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর এবং সড়ক বিভাগে প্রস্তাব পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিজেআরআই ক্ষতিপুরনের টাকা চেয়েছে বলে জানান। বিষয়টি সরকারী উকিলের সাথে আলোচনা করে জানাবে সংশ্লিষ্ট অফিসার।	বিজেআরআই মন্ত্রণালয়ে লেখার পর ক্ষতিপূরণ চেয়ে পত্র প্রেরণ করবে কৃষি মন্ত্রণালয়।	বিজেআরআই/ আইন অধিশাখা

২	বিবিধ ঃ (ক) নতুন মামলার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। টাস্কফোর্স সভার নোটিশ ও কার্যবিবরণী প্রতিষ্ঠান/সদস্যদের ই-মেইলে প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.moa.gov.bd এর Notice অপশনে সভার নোটিশ দেয়া হয়। (খ) খাগড়াছড়ি খেজুরবাগান হর্টিকালচার সেন্টারের গোলাবাড়ি অংশের ২২ একর জমি এল.এ কেস নং-২৩-ডি/৭৬-৭৭ এর মাধ্যমে ডিএই'র জন্য অধিগ্রহণ করা হয়। স্থানীয় জেলা পরিষদ উক্ত হর্টিকালচার সেন্টারটি দখল করে নিয়েছে।	(ক) সকল দপ্তর/ সংস্থাসহ টাস্কফোর্স সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দ প্রদত্ব ই-মেইল হতে সভার নোটিশ ও কার্যপত্র এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট লিংক হতে সভার নোটিশ ডাউনলোড করে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। (খ) খাগড়াছড়ি খেজুরবাগান এর ২২ একর জমি উদ্ধারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান, টাস্কফোর্স সদস্য/ সহঃ হর্টিকালচারিষ্ট, খেজুরবাগান খাগড়াছড়ি

আলোচ্যসূচি-৩ ঃ সভায় কৃষিক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের অগ্রগতির ধারাকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে অনিষ্পন্ন বিষয়াদি দ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্য সভায় উপস্থিত সকলকে তৎপর হতে বলা হয়।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪/১২/১৫
(মোঃ নাসিরুজ্জামান)
অতিরিক্ত সচিব ও সভাপতি, টাস্কফোর্স
কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-১২.০২৮০০৪.০৫.০১.০৩২.২০১২- ৪৫৩ তারিখ ঃ ডিসেম্বর ২০১৫.

বিতরণ ঃ

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), দিলকুশা বা/এ, ঢাকা
২। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা
৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি/ধান/পাট/পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর/ ঢাকা/ ময়মনসিংহ/ পাবনা
৪। নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বহরমপুর, রাজশাহী
৫। পরিচালক, (প্রশাঃ ও অর্থ/সরেজমিন/হর্টিকালচার/উদ্ভিদ সংরক্ষণ/প্রশিক্ষণ/অর্থকরী ফসল উইং খামারবাড়ী, ঢাকা/বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর
৬। অতিরিক্ত পরিচালক (প্রঃ), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা/ আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা/ময়মনসিংহ/বরিশাল/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/পার্বত্য চট্টগ্রাম/সিলেট/ যশোর/রংপুর/রাজশাহী
৭। অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/ খাদিমনগর, সিলেট/শেরপুর
৮। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (লিসাসা), ঢাকা/জেলা কার্যালয়, ঢাকা/গাজীপুর/টাংগাইল/বগুড়া/ মুন্সীগঞ্জ/কুমিল্লা/ লক্ষীপুর/ফরিদপুর/নোয়াখালী/গাইবান্ধা/চট্টগ্রাম/চুয়াডাঙ্গা/সিলেট/খুলনা/কিশোরগঞ্জ/বরিশাল/পঞ্চগড়/মৌচাক হর্টিকালচার সেন্টার, গাজীপুর//নোয়াখলী হর্টিকালচার সেন্টার, নোয়াখালী/হর্টিকালচার সেন্টার, সাভার, ঢাকা।
৯। প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত মান-সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প, খামারবাড়ী, ঢাকা
১০। যুগ্ম-পরিচালক (সার/উদ্যান), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ১৬ গ্রীন রোড, ঢাকা/কাশিমপুর, গাজীপুর/ভিত্তি পাট বীজ উৎপাদন খামার, নশিপুর, দিনাজপুর
১১। যুগ্ম-সচিব (সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা
১২। মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাতক্ষীরা
১৩। অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (লিসাসা), ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৪। হর্টিকালচারিষ্ট, আদাসগেট হর্টিঃ সেন্টার, ঢাকা/সোবহানবাগ হর্টিঃ সেন্টার, সাভার, ঢাকা/সহকারী হর্টিকালচারিষ্ট, খেজুরবাগান হর্টিঃ সেন্টার, খাগড়াছড়ি।
১৫। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কাপাসিয়া, গাজীপুর/গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা/কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ/ সদর, মুন্সীগঞ্জ / দাউদকান্দি,কুমিল্লা
১৬। মেট্রোপলিটন কৃষি কর্মকর্তা, তেজগাঁও, ধোলাইপাড় সিও অফিস, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা/মোহাম্মদপুর, শংকর, ধানমন্ডি, ঢাকা
১৭। ব্যবস্থাপক (সংরক্ষণ), সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা
১৮। উপ-সচিব (আইন), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা
১৯। সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার), গাবতলী বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, বীজ ভবন, গাবতলী, ঢাকা
২০। সহকারী পরিচালক (সার), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, মানিকগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুরোধসহ অনুলিপি ঃ

১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবলোকনের জন্য
২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/গাজীপুর/নারায়নগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/বগুড়া/সাতক্ষীরা/গাইবান্ধা/দিনাজপুর/খুলনা
৩। সচিবের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- সচিব মহোদয়ের সদয় অবলোকনের জন্য
৪। প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- কার্যবিবরণীটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন)
৫। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ/সম্প্রসারণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা

২৮/১২/১৫
(মোঃ হানিফ উদ্দীন)
উপ-সচিব (আইন)
ফোন ঃ ৯৫৫২৩৭৭।